তারিখ ... 29 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

যুগান্তর

মন্ত্রিসভায় তিন আইনের অনুমোদন

উচ্চশিক্ষার মান যাচাইয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রেডিটেশন (স্বীকৃত) কাউন্সিল গঠনের বিধান রেখে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৬ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এছাড়া বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন ও রেলওয়ে কনটেইনার পরিবহন সার্ভিসকে স্বতন্ত্র কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড গঠনের প্রস্তাবেও সায় দেয়া হয়। সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ তিন আইনের অনুমোদন দেয়া হয় বলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম জানান।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাংবাদিকদের বলেন, উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে এটা যুগান্তকারী আইন। এ আইনের আওতায় ১১ সদস্যের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হবে। এর নেতৃত্ব দেবেন সরকার নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান। পাশাপাশি চারজন অধ্যাপক ও খণ্ডকালীন সদস্য থাকবেন ছয়জন। এছাড়া আরও বিভিন্ন সেক্টর থেকে সদস্য আসবেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন থেকে একজন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অ্যাসোসিয়েশন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অথবা তার মনোনীত সদস্য থাকবেন। বিদেশী সদস্য থাকতে পারবেন, তবে তা কাউন্সিল মনোনীত হতে হবে। পেশাজীবী মনোনীত একজন প্রতিনিধি ও এফবিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি হিসেবে শিল্পোদ্যোক্তাদের একজন সদস্য থাকবেন। এসব মিলেই গঠিত হবে কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের সনদ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার সনদ দিতে পারবে না। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভুল তথ্য দিলে বা কোনো তথ্য গোপন করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

উচ্চশিক্ষার মান যাচাইয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তার অ্যাক্রেডিটেশন বাতিল হবে। তবে কারও সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গেলে তিনি রিভিউয়ের আবেদন করতে পারবেন। কাউন্সিলের মূল দায়িত্ব হবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, শিক্ষা কার্যক্রম যাচাই করে স্বীকৃতি দেয়া। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিভাগ, কোর্স বা প্রোগ্রামের (ডিসিপ্লিন) জন্য পৃথক কমিটি গঠন করে এ সম্পর্কে যাচাই করবে কাউন্সিল। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স' সনদ দেয়া হবে। এই সনদের একটি নির্ধারিত মেয়াদ থাকবে। কাউন্সিলকে তার কাজের জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন প্রসঙ্গে শফিউল আলম বলেন, ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আইনে রূপ দেয়া হল। প্রথম শ্রেণীর বিমানবন্দরে উন্নীত করতেও আইনটি যুগোপযোগী করার দরকার ছিল। তিনি বলেন, নতুন আইনে একটি গভর্নিং বডি গঠন করা হবে। যারা এ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এছাড়া এ আইনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এয়ার নোটিফিকেশন অর্ডার (এএনও) দিতে পারবে। কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড গঠনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, পণ্য পরিবহন লাভজনক ও স্থায়িত্বশীল করতে রেলের কনটেইনার পরিবহন সার্ভিসকে স্বতন্ত্র কোম্পানি করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতামতে রেলওয়ে কনটেইনার ব্যবস্থাপনাতে পরিবর্তন আনা হবে। কোম্পানি করতে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড (বোর্ড অব ডাইরেক্টর) করা হবে। রেল সচিব এই বোর্ডের সভাপতি থাকবেন। আর প্রথম পর্যায়ে রেলওয়ের অতিরিক্ত পরিচালক অপারেশন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকবেন। পরে বেসরকারি পর্যায়ে এ ব্যবস্থাপনার পরিচালক নিয়োগ হবে। কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা করে বাজারে ছাড়া হবে। দেশের ৯৫ শতাংশ পণ্য সড়ক পথে সরবরাহ করা হয়। আর মাত্র ৫ শতাংশ রেলওয়ে কনটেইনার সার্ভিসের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বলেও সচিব সাংবাদিকদের জানান।